70291 - কোরবানী করা কার উপর ওয়াজবি? কোরবানী ওয়াজবি হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া কি শর্ত?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কোরবানী কার উপর ওয়াজবি? যে গৃহিনীর আয় আছে তার জন্য কি কোরবানী দেয়া বধৈ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

আলেমগণ কোরবানীর হুকুম নিয়ে মতভেদ করেছেন: কোরবানী করা কি ওয়াজবি যা পালন না করলে গুনাহ হবে; নাকি সুন্নত মুয়াক্কাদা যা বর্জন করাটা নিন্দনীয়?

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কোরবানী করা সুন্নত মুয়াক্কাদা। ইতিপূর্বে 36432 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

কারো জন্য কোরবানী ওয়াজবি হওয়া কিংবা সুন্নত হওয়ার জন্য কোরবানীকারীকে ধনী হওয়া শর্ত। অর্থাৎ তার নিজের খরচপাতি ও সে যাদের খরচ চালায় তাদের খরচপাতির অতিরিক্ত তার কাছে কোরবানী করার অর্থ থাকা। অতএব, কোন মুসলমানের যদি মাসিক বেতন বা আয় থাকে এবং এ বেতন দিয়ে তার খরচ চলে যায়, এর অতিরিক্ত তার কাছে কোরবানীর পশু কেনার অর্থ থাকে তাহলে সে ব্যক্তি কর্তৃক কোরবানী দেয়ার শরয়ি বিধান রয়েছে।

কোরবানী করার জন্য ধনী হওয়া শর্ত মর্মে দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে অথচ সে কোরবানী করেনি সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়"[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩১২৩), আলবানী 'সহিহ সুনানে ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন] এখানে সামর্থ্য দ্বারা উদ্দেশ্য ধনী হওয়া।

প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে কোরবানী দেয়ার বিধান রয়েছে। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি কোরবানী দেয়া ওয়াজবি"[মুসনাদে আহমাদ (২০২০৭)] ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন: হাদিসটির সনদ মজবুত। আলবানী 'সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (২৭৮৮) হাদিসটিকে 'হাসান'

বলছেনে]

এ বধিানরে ক্ষত্রেে পুরুষ বা নারীর কোন ভদে নইে। অতএব, কোন নারী যদি একাকী বসবাস করনে কংিবা তাঁর সন্তানদরেকে নয়িে থাকনে তাহলে তাদরেকে কোরবানী করতে হবে।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা গ্রন্থে (৫/৮১) এসছে-

“কোরবানী ওয়াজবি হওয়া কংিবা সুন্নত হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। কোরবানী পুরুষদরে উপর যমেন ওয়াজবি হয় তমেনি নারীদরে উপরও ওয়াজবি হয়। কারণ ওয়াজবি হওয়ার দললিগুলো নর-নারী সবাইকে সমানভাবে শামলি করে।”[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

দখেুন: আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা (৫/৭৯-৮১)]

আল্লাহই ভাল জাননে